অন্যান্য পরিচর্যা

বীজ বপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে চারার সংখ্যা সঠিক থাকে। বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে জমিতে 'জো' অবস্থায় আগাছা দমনের জন্য নিড়ানী দিতে হবে। চওড়া পাতা জাতীয় আগাছা (বথুয়া, কাকরি, শাকনটে ইত্যাদি) দমনের জন্য এফিনিটি নামক আগাছানাশক ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২৫-৩০ গ্রাম হারে মিশিয়ে একবার সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সময় মত আগাছা দমন করলে ফলন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

রোগ-বালাই দমন

গমে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ নেই বললেই চলে। তবে ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ শুরু হলেই ফাঁদ পেতে বা বিষটোপ (জিঙ্ক ফসফাইড) বা অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করে দমন করতে হবে। গর্তে ফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করেও ইঁদুর দমন করা যায়।

গমের ছত্রাকজনিত রোগ যেমন- পাতা ঝলসানো রোগ, বীজের কালো দাগ রোগ, মরিচা রোগ, ব্লাস্ট রোগ ইত্যাদি দমনে প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং তার ১২-১৫ দিন পর আরেকবার অনুমোদিত ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

গাছ সম্পূর্ণ রূপে পেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করলে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে কেটে গম মাড়াই করতে হবে। মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই গম মাড়াই করা যায়। গম ভালোভাবে ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে পুষ্ট বীজ ধাতব পাত্রে বা প্লাস্টিক ড্রামে অথবা পলিথিনের বস্তায় বায়ুরোধী করে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণের পূর্বে পুষ্ট বীজ ঝেড়ে ভালভাবে পরিষ্কার করার পর ১.৭৫-২.৫০ মিমি ছিদ্র বিশিষ্ট চালনি দিয়ে চেলে বাছাই করে নিতে হবে।

রচনায়

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীবৃন্দ

সম্পাদনায়

ড. মো. বদরুজ্জামান
ড. মো. আবু জামান সরকার
ড. মো. আব্দুল আউয়াল
ড. মো. এছরাইল হোসেন

প্রকাশ কাল

জুন ২০২০ খ্রি.

মুদ্রণ সংখ্যা

৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কপি

প্রচার ও প্রকাশনায়

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০

প্রয়োজনীয় অধিক তথ্যের জন্য

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০
ফোন: ০৫৩১-৬৩৩৪২
ওয়েবসাইট: www.bwmri.gov.bd

মুদ্রণে: প্রিন্টভ্যালী প্রিন্টিং প্রেস
শিববাড়ী মোড় (ব্যাংক এশিয়া'র বিপরীত গলিতে) গাজীপুর।
মোবা: ০১৭১৬-৮৫৫৯৯৮, ই-মেইল: printvalley@gmail.com

ডাব্লিওএমআরআই গম ১

স্বল্পমেয়াদী, উচ্চ ফলনশীল ও তাপ সহিষ্ণু গমের জাত
অবমুক্তির বছর ২০১৯

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০

ডাব্লিওএমআরআই গম ১

স্বল্পমেয়াদী, উচ্চ ফলনশীল ও তাপ সহিষ্ণু গমের জাত

অবমুক্তির বছর ২০১৯

ডাব্লিওএমআরআই গম ১ বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত একটি স্বল্পমেয়াদী ও উচ্চ ফলনশীল তাপ সহিষ্ণু জাত। গমের প্রচলিত জাত শতাব্দী (বারি গম ২১) এবং প্রদীপ (বারি গম ২৪) এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। সংকরায়নের পর থেকে বিভিন্ন সেগ্রিগেটিং জেনারেশনে বাছাই এর মাধ্যমে এবং দেশের বিভিন্ন আবহাওয়া ও পরিবেশে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিএডাব্লিও ১১৯৪ নামে একটি কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন নার্সারী ও ফলন পরীক্ষায় এ কৌলিক সারিটি চেক জাতের তুলনায় ১০-১৫% বেশি ফলন দেয়ায় জাত হিসেবে নির্বাচন করা হয়। পরপর তিন বছর গবেষণা মাঠ পরীক্ষায় এবং কৃষকের মাঠ পরীক্ষায় স্বল্পমেয়াদী, উচ্চ ফলনশীল ও তাপসহনশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে জাতটি অবমুক্ত করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

চার থেকে ছয়টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীষ বের হতে ৫৩-৫৭ দিন এবং বোনা থেকে পাকা (শারীরবৃত্তীয় পরিপক্কতা) পর্যন্ত ১০০-১০৮ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বড় এবং হাজার দানার ওজন ৫২-৬০ গ্রাম। জাতটি গমের পাতার দাগ রোগ এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি খাটো হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না। জাতটি আগাম ও তাপ সহিষ্ণু এবং আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের উপযোগী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪০০০-৫০০০ কেজি।

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

চারা অবস্থায় কুশিগুলো কিছুটা হেলানো (Intermediate) থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে, কাণ্ডে এবং নিশান পাতার খোলে মোমের মত আবরণ (Glaucosity) হালকাভাবে (Weak) থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী ও খাঁজ কাটা (Slightly Elevated), ঠোঁট বড় ও সামান্য বাঁকা (Moderatly Curved)।

উপযোগিতা

জাতটি স্বল্পমেয়াদী ও তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় দেরিতে বপনেও ভাল ফলন দেয়। দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা ছাড়া দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য উপযোগী।

উৎপাদন কলাকৌশল

বপনের সময়

জাতটি বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত)। তবে জাতটি তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বুনলেও ভাল ফলন দেয়।

বীজের হার ও বীজ শোধন

গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশি হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে। বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ৩ গ্রাম হারে প্রোভ্যাক্স ২০০ নামক ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজ শোধন করলে ফলন শতকরা ১০-১২ ভাগ বৃদ্ধি পাবে।

সার প্রয়োগ

গম চাষে সুষম সার ব্যবহার করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সার প্রয়োগ উত্তম। জমি চাষের আগে বা জমি চাষের সময় জৈব সার প্রয়োগ করতে হয়। অত:পর দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং সম্পূর্ণ টিএসপি/ডিএপি (ফসফরাস), পটাশ, জিপসাম ও বোরন সার শেষ চাষে জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সারের পরিমাণ

সার	মাত্রা (কেজি/হেক্টর)
শেষ চাষে প্রয়োগ	
ইউরিয়া	১৫০-১৭৫
টিএসপি/*ডিএপি	১৩৫-১৫০
এমওপি	১২০-১৬০
জিপসাম	১১০-১২৫
বরিক এসিড	৬.০-৭.৫
গোবর/কম্পোস্ট	৭৫০০-১০০০০
**মুরগীর বিষ্টা	৩০০০
উপরি প্রয়োগ	
ইউরিয়া	৭৫-৮৫

* টিএসপি এর পরিবর্তে সমপরিমাণ ডিএপি সার ব্যবহার করলে ডিএপি সারে ১৮% হারে নাইট্রোজেন ধরে হিসেব করে ইউরিয়া সারের পরিমাণ শেষ চাষে ২৪-২৭ কেজি কমাতে হবে।

** জৈব সার হিসেবে গোবর বা কম্পোস্ট বা মুরগীর বিষ্টা ব্যবহার কারা যাবে।

অম্লীয় মাটিতে ডলোচুন প্রয়োগ

তীব্র অম্লীয় মাটিতে (pH < ৫.৫) প্রতি শতাংশে ৪ কেজি বা একরে ৪০০ কেজি বা হেক্টরে ১০০০ কেজি হারে ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে। জো অবস্থায় ফাঁকা জমিতে ডলোচুন প্রয়োগ করে সাথে সাথেই আড়াআড়ি চাষ মই দিয়ে ডলোচুন ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিন। জমি শুষ্ক হলে হালকা সেচ দিয়ে জো নিয়ে আসার পর ডলোচুন প্রয়োগ করুন। ডলোচুন প্রয়োগের পর কমপক্ষে ৭ দিন পর ফসল বুনুন। ডলোচুন প্রয়োগে গমের ফলন ২০-২৫% বৃদ্ধি পায়। ডলোচুন একবার প্রয়োগ করলে পরবর্তী তিন বছর প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

সেচ

মাটির প্রকার ভেদে গম আবাদে ২-৩টি সেচের প্রয়োজন হয়। প্রথম সেচ চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর), দ্বিতীয় সেচ শীষ বের হওয়ার পূর্বে (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) দিতে হবে। প্রথম সেচের পর দুপুর বেলা মাটি ভেজা থাকা অবস্থায় হেক্টর প্রতি অবশিষ্ট ৭৫-৮৫ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।